যুগান্তর
তারিখ ... 10 JUL 2008 ...
পৃষ্ঠা - ৪ কলাম - ৮

জিপিএ'র ভিত্তিতে ভর্তি নয়

গত ২৬ জুন প্রকাশিত হল এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষার ফল। পরদিন পত্রিকাগুলোর শিরোনাম করা হয়েছে— স্মরণকালের সেরা ফল। অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে এবার জিপিএ-৫-এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে ৫২ হাজার। সবাই যখন এ+ পাওয়ার আনন্দের জোয়ারে ভাসছে, ঠিক সেই মুহূর্তে পত্রিকাগুলোর (২৭ জুন) একটি শিরোনাম আমাকে একটু ভাবিয়ে তুলেছে। শিরোনামটি এরকম— 'এবারও জিপিএ'র ভিত্তিতে কলেজে ভর্তি, একই নীতি হতে পারে উচ্চশিক্ষায়ও।' বুঝতে পারছি না, কেন এরকম একটি সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। আমাদের দেশ দরিদ্র। অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে। এ বিশাল জনগোষ্ঠীর সন্তানদের আর্থিক সমস্যা ও অন্যান্য কারণে এসএসসি পর্যন্ত গ্রামেই থাকতে হয়। মেধাবীরা পরে শহরের বিভিন্ন ভালো কলেজে ভর্তি হয়। দেশে ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা শিক্ষার্থীর তুলনায় কম, তাই ভর্তি পরীক্ষা নামক যুদ্ধের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে জায়গা করে নিতে হয়। এর মাধ্যমে অনেকাংশে মেধার মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়। যদি জিপিএ'র ভিত্তিতে ভর্তি করা হয়, তাহলে গ্রাম থেকে আসা শিক্ষার্থীরা নিজেদের মেধা প্রমাণ করার সুযোগ পাবে না। কারণ গ্রামের শিক্ষার্থীরা পর্যাপ্ত মেধা থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত পরিবেশ, শিক্ষা সরঞ্জামের অভাব, ভালো শিক্ষক অথবা ভালো ফলাফল করার অনুপ্রেরণার অভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিপিএ-৫ পাওয়ার সুযোগ পায় না। শহরের শিক্ষার্থীদের তুলনায় গ্রামের শিক্ষার্থীরা সুযোগ-সুবিধা পায় না বললেই চলে। কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা হলে ঠিকই তারা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে। গ্রামের শিক্ষার্থীদের জিপিএ শহরের শিক্ষার্থীদের তুলনায় অনেক কম। যদিও গ্রামের মধ্যমানের জিপিএপ্রাপ্তদের জন্য শহরের কলেজে ১০ ভাগ আসন সংরক্ষণের নিয়ম করা হয়েছে তা সত্ত্বেও জিপিএ'র ভিত্তিতে ভর্তিনীতি অনুসরণ করা হলে তা গ্রামের শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার স্বপ্নপূরণে তেমন একটা সহায়ক হবে না। এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেধা থাকা সত্ত্বেও হতাশার সৃষ্টি হবে। ফলে অনেকে ঝরে যাবে। প্রাতিষ্ঠানিক ভালো ফলাফল সত্যিকারের মেধার প্রতিনিধিত্ব করে না। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামসহ অনেকেরই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাদের অবদান অনস্বীকার্য। ভালো ফলাফলকে আমি অবমূল্যায়ন করছি না। কিন্তু সব ক্ষেত্রে ফলাফলকে মেধার মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা খুব বেশি যৌক্তিক বলে আমার মনে হয় না। তাই দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কথা চিন্তা করে সুবিধাবঞ্চিত মেধাবীদের কথা মাথায় রেখে সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করছি।

মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম
ইসলামের ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়